

কবিতা ০৯

রূপাই জসীমউদ্দীন

৩ কবিতাটির মূলকথা

'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মদোয়াগ অসাধারণ ভাবায় প্রকাশ করেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকের বাহু লাউয়ের কচি ডগার মতো বলে মনে হয়। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কালো কালি দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত কেতাব বা প্রাঞ্চ লেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির মতে, রাখাল ছেলের কালো রং মোটেই খারাপ কিছু নয়। কালো কৃষকটি আখড়াতে বা জারির গানে যেমন দক্ষ তেমনি সকল কাজে পারদর্শী। তাই কবির দৃষ্টিতে এ কৃষক সবার কাছে দার্শি বলে গণ্য হয়েছে।



৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : গ্রামনির্ভর বাংলাদেশের রূপবৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পারব।
- শিখনফল-২ : গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [ম. বো. '১৯]
- শিখনফল-৩ : বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত হব।
- শিখনফল-৪ : গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ ও স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অনুধাবন করতে পারব। [ব. বো. '১৯]
- শিখনফল-৫ : মানুষের কাজকে সম্মান করতে শিখব। [রা. বো. '১৭]
- শিখনফল-৬ : অকর্মণ্য ও অলস জীবনের স্বরূপ এবং কিশোর বয়সের উদামতা অনুধাবন করতে পারব।

৫ কবি-পরিচিতি

নাম : জসীমউদ্দীন।

জন্ম তারিখ : ১লা জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামের মাতুলালয়।

পিতৃভূমি : গোবিন্দপুর গ্রাম।

পেশা/কর্মজীবন : ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার নিযুক্ত হন।



সাহিত্যকর্ম : কাহিনিকাব্য : নকী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট। কাব্যগ্রন্থ : রাখালী, বালুচর, মাটির কানা। শিশুতোষ রচনা : হাসু, এক পয়সার বাশী, ডালিম কুমার। নাটক : বেদের মেঘে, মধুমালা, পল্লিবধু। উপন্যাস : বোবা কাহিনী। গানের সংকলন : রঙিলা নায়ের মাঝি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : একুশে পদক (১৯৭৬), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডিলিট. ডিগ্রি। মৃত্যু : ১৪ই মার্চ, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

৬ উৎস-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্দীন রচিত 'নকী কাঁথার মাঠ' নামক কাহিনিকাব্যের এ অংশটাকে 'রূপাই' কবিতা শিরোনামে সংকলিত হয়েছে।

৭ পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। তারা গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ অনুধাবনও করতে পারবে।

৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

চাষা — চাষি, কৃষক।

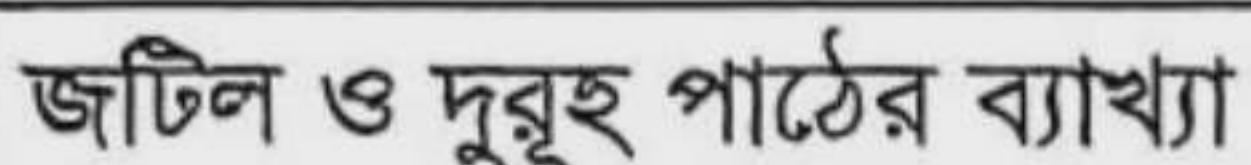
মায়া — মমতা, মেহ, মেহের আকর্ষণ, জাদু, ছলনা।

তমাল তরু	— তমাল গাছ।
বাদল-ধোয়া	— বৃক্ষবিধোত।
খেল	— খেলা, ক্রীড়া।
জন্ম	— জন্ম।
ভুবনময়	— পৃথিবীজুড়ে, বিশ্বব্যাপী।

৯ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

ভমর	নবীন	তৃণ	বৃন্দাবন	আখড়া	মরণ	মানী	টানাটানি	শাল-সুন্দি	গাঁ
-----	------	-----	----------	-------	-----	------	----------	------------	-----


জটিল ও দুর্ভুল পাঠের ব্যাখ্যা

নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশ্নীত

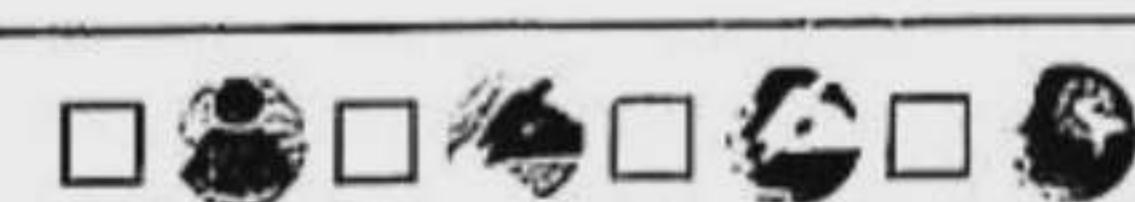
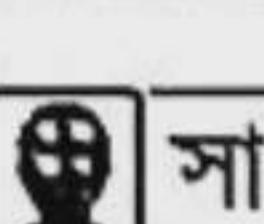
- » এই গায়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল।
কঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। এদেশের
গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপন প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-
মিশে একাকার হয়ে আছে। গায়ের মেঠোপথ, দিগন্তবিস্তৃত
ফসলের মাঠ, ফুলে-ফলে আনত বৃক্ষশাখা কবিকে আবেগাপ্তু
করে। কবি এসব ফুল-ফল, ফসলের সঙ্গে চাষার ছেলের
জীবনের মিল খুঁজে পান। চাষার ছেলের মাথার লম্বা চুল, কালো
মুখ, মায়াভরা অবয়ব সব যেন প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্যেরই
অংশ। কবির কাছে কালো ভ্রমর রঙিন ফুলের চেয়েও অনেক
আনন্দের। ধানখেতের সবুজ সতেজতা কবি চাষার ছেলের মধ্যেও
খুঁজে পান।
- » জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেঝে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কঁচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।
চাষার ছেলের বাহু দুটি কবির কাছে কঁচি লাউয়ের ডগার মতো
মনে হয়। তার শরীর যেন তমাল গাছের মতো, কালো হলেও
বৃংশির জলে ধোয়া মসৃণ শরীরে আলো পড়ে যেন বিদ্যুৎ চমকায়।
বৃংশকরা যখন ধানের কঁচি চারা তোলে তখন ভবিষ্যৎ ফসলের
মধ্যে তাদের চোখে-মুখে এক অনাবিল আনন্দের হাসি ছড়িয়ে
পড়ে। কালো ছেলেটির মুখে যেন সেই স্মৃমাখা হাসি লেগে
আছে।
- » কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দত্তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো তুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কীসের গরব তার'
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কৃষকের ছেলে বলে তাদের বারা অবহেলা করে কবি তাদেরকে
প্রকৃত সত্যটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কবির মতে, কালো
বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই। কারণ আমরা কালো চোখ
দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য দেখি। কালো কালি দিয়েই কেতাব-
কোরান লেখা হয়। জন্ম-মৃত্যুসহ বহু কালো জগৎময় ছড়িয়ে
আছে। চাষিদের কালো ছেলে সেই সবকিছুকেই জয় করে
চলেছে। স্বর্ণকার সোনা দিয়ে অলংকার তৈরি করে, তাতে তার
- গর্ব করার কিছু নেই। কিন্তু কবি যদি রং পান তবে রামধনুকের
হারও গড়তে পারেন।
- » কালোয় যে-জন আলো বানায়, তুলায় সবার মন,
তারির পদ-রঞ্জের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরন চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাও।
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।
কবি মনে করেন চাষার ছেলে নিজে কালো, তাতে তার মূল্য
কমে না। কারণ রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সে কালো বরন
চাষার ছেলে যখন সবার জন্য আলোর বন্যা বয়ে আনে, ফসল
ফলিয়ে সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে, তখন সবার মন ভরে ওঠে।
তাদের পায়ের ধুলো তীর্থস্থানের মতো পবিত্র। সোনা, পিতল
শোভিত চকচকে বস্তুর চেয়ে চাষার ছেলের কালো মুখ দেখেই
কবির বুক জুড়িয়ে যায়। কারণ মাঠের ধানের রং কালো, তার
ছায়া ঘেরা গ্রাম কালো আর সেগুলোতে অবগাহন করেই
কৃষকের ছেলের গায়ের রংও কালো।
- » আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দি-বেত' যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
রুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন,
রুপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছে হেন?
যদিও রুপা নয়কো রুপাই, রুপার চেয়ে দামি,
এক কালেতে ওরই নামে সব গী হবে নামি।
চাষার ছেলে শুধু ফসল ফলিয়ে, সবার খাদ্য জোগাড় করেই চুপ
করে থাকে না, সে গ্রামীণ ঐতিহ্যও লালন করে। এদেশের
লোক-সংস্কৃতির ধারক-বাহকও সে। আখরায় তার লাঠি খেলার
অনেক প্রশংসা রয়েছে। খেলার দলে তাকে নিয়ে দুদলে টানাটানি
শুরু করে। চাষার কালো ছেলের গুণের শেষ নেই। সে
কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথা জারির গান পরিবেশন
করে সবার দৃষ্টি কাঢ়ে। গায়ের মানুষের শাল-সুন্দি ও বেত
যেমন বিবিধ কাজে লাগে তেমনি চাষার ছেলে সকলের কাজে
আসে। গ্রামের বৃদ্ধ গুরুজনরা তার প্রশংসা করেন। তার পরিচয়
দিতে গিয়ে বলেন— রুপাই কেবল একটি ছেলেই নয়, সে
ইম্পাতদৃঢ় সাহসী মানুষ, বাপের মুখ উজ্জ্বলকারী যোগ্য সন্তান।
চাষার কালো ছেলে রুপাই রুপা নয় সত্য, কিন্তু সে রুপার চেয়েও
অনেক দামি। কারণ গুরুজনরা মনে করেন একসময় তার
কর্মগুণে এ গায়ের সুনাম সব গায়ে ছড়িয়ে পড়ে সবার সুনাম
বয়ে আনবে।



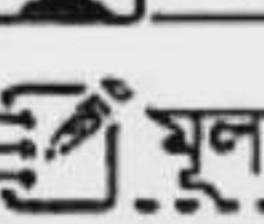
গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



টপিকের ধারায় প্রশ্নীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

 মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 117

১. কী দিয়ে কবি কেতাব কোরান লেখেন? [রা. বো. '১৯]
 ① কালো দত্তের কালি ② কালো চোখের তারা
 ③ জালি লাউয়ের ডগা ④ নবীন তৃণের ছায়া
২. রূপাই-এর নামে সব গাঁ নামি হবে কেন? [য. বো. '১৯]
 ① রামধনুকের হার বানাতে সক্ষম বলে
 ② কৃষিকাজে দক্ষ বলে
 ③ অসাধারণ কর্মতৎপরতার কারণে
 ④ অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের কারণে
৩. রূপাই-এর দেহকে কবি কীসের মতো বলেছেন? [চ. বো. '১৯]
 ① জালি লাউয়ের ডগার মতো ② বিজলি মেঘের মতো
 ③ তমাল তরুর মতো ④ নবীন তৃষ্ণের মতো
৪. রূপাইয়ের শরীরকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? [সি. বো. '১৯]
 ① জালি লাউয়ের ডগা ② তমাল তরু
 ③ রঙিন ফুল ④ কাঁচা ধানের পাতা
৫. “ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন”— কারা এ মন্তব্য করেছেন? [য. বো. '১৯]
 ① প্রামবাসী ② আখড়ার লোকেরা
 ③ লাঠিয়ালরা ④ বুড়োরা
৬. ‘খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি’— এখানে রূপাইয়ের
 কী প্রকাশ পেয়েছে? [কু. বো. '১৮]
 ① জনপ্রিয়তা ② সৌন্দর্য
 ③ শক্তিমত্তা ④ পারদর্শিতা
৭. “এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি”— ‘রূপাই’ কবিতায়
 এ উক্তি ছারা কী বোঝানো হয়েছে? [চ. বো. '১৮]
 ① সবাই ওকে সন্মান দেবে
 ② ওর পরিচয়ে সবাই পরিচিত হবে
 ③ সবাই ওকে স্মরণ করবে
 ④ সবাই ওকে পরিচয় করিয়ে দেবে
৮. চাষার ছেলের বাহু দুটি দেখতে কেমন? [য. বো. '১৯]
 ① জালি লাউয়ের ডগার মতো ② শাওন মাসের তমালতরুর মতো
 ③ কাঁচা ধানের পাতার মতো ④ শাল-সুন্দি-বেতের মতো
৯. ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাইকে কীসের মতো উপকারী হিসেবে দেখানো
 হয়েছে? [সি. বো. '১৯]
 ① শাল-সুন্দি-বেত ② পাগাল লোহা
 ③ কচি ধানের পাতা ④ দোয়াতের কালি
১০. বিজলি মেঘে পিছলে পড়ে কেন? [ক্যাম্প্রিয়ান ফুল এভ কলেজ, ঢাকা]
 ① আত্মপ্রকাশের লোভে ② চঞ্চলের কারণে
 ③ মেঘের গা তৈলাঙ্ক বলে ④ স্বত্বাবগতভাবে পিছিল বলে
১১. কাঁচা ধানের পাতার মতো মুখে কীসের ছায়া?
 [চাকা ক্যাট, পার্সন পার্কিং ফুল ও কলেজ]
 ① আলোর ② নবীন তৃণের
 ③ ঘাসের ④ সবুজের
১২. রূপাই’র সৌন্দর্যে কে পিছলে পড়েছিল? [কৃষ্ণনগুরুকারি বাদিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ① কালো ভ্রমর ② বিজলি মেঘে
 ③ রামধনুক ④ কচি ধানের চারা
১৩. ‘রূপাই’ কবিতায় আখড়ার লাঠি কীসের তৈরি?
 [সরকারি হরচন্দ্র রাষ্ট্রিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খালকাঠি]
 ① বেতের ② বাঁশের
 ③ শাল কাঠের ④ সুন্দরি

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত

১৪. রূপাইয়ের বাড়ি কোথায়?
 ① গাঁয়ে ② শহরে
 ③ পাহাড়ে ④ নদীর চরে
১৫. রূপাইয়ের মাথার চুল কেমন?
 ① ছোট ② লব্বা
 ② মাঝের ③ বাদামি
১৬. রূপাইয়ের কালো মুখ কীসের মতো?
 ① ধানের ② গাছের
 ② ভ্রমরের ④ ফুলের
১৭. রূপাইয়ের কচি-মুখের মাঝা কীসের মতো?
 ① কচি ধানের পাতার মতো ④ কাঁচা ধানের পাতার মতো
 ② রঙিন ফুলের মতো ④ জালি লাউয়ের ডগার মতো
১৮. বিজলি মেঘে পিছলে পড়ে কী ছড়ায়?
 ① ধান ② আলো
 ② মুক্তা ④ ধূলো
১৯. রূপাই কবিতায় কোন মাসের উল্লেখ আছে?
 ① বৈশাখ ④ শাওন
 ② কার্তিক ④ তাঢ়
২০. বাদল ধোয়া মেঘে কী মাখিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
 ① বৃষ্টি ② রং
 ② তেল ④ আলো
২১. কচি ধানের চারা তোলে কে?
 ① চাষি ④ মাঝি
 ② কাঠুরে ④ দোকানি
২২. কৃষকের মুখে কখন হাসি জড়িয়ে ঘায়?
 ① কচি ধানের চারা তোলার সময়
 ② ঘরে বিশ্রাম করার সময়
২৩. কালো চোখের তারা দিয়ে আমরা কী দেখি?
 ① পাহাড় ④ সমুদ্র
 ② সবুজমাঠ ④ সমগ্র পৃথিবী
২৪. চাষিদের ছেলেটি দেখতে কেমন?
 ① কালো ④ ধলো
 ② মোটা ④ খাটো
২৫. চাষার ছেলে কী করেছে?
 ① মারপিট ④ দৌড়াদৌড়ি
 ② সবকিছু ④ খেলায় হেরে গেছে
২৬. ‘ভৰ’-এর গায়ের রং কেমন?
 ① কালো ④ সাদা
 ② হলুদ ④ লাল
২৭. সোনায় যে-জন সোনা বানায়, তাকে নিয়ে কী করার নেই?
 ① আশা ④ গরব
 ② ভাবনা ④ তামাশা
২৮. রং পেলে কবি কী গড়বেন?
 ① মালা ④ ছবি
 ② বিজলি মেঘে ④ পুতুল
২৯. কার পায়ের ধূলার জন্য বৃন্দাবন লুটায়ে পড়ে?
 ① কৃষকের ④ রূপাইয়ের
৩০. মাঠের ধানের রং কেমন?
 ① সবুজ ④ সোনালি
 ② কালো ④ ফিকে সবুজ

৩১. আখড়াতে বুপাইয়ের কী অনেক ঘানে ঘানী?
 ① গান ② কথা
 ③ লাঠি ④ ফসল
- বিদ্যুৎ শব্দার্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 118**
৩২. 'পদ-রঞ্জ' শব্দের অর্থ কী?
 ① চরণধূলি ② পদচিহ্ন
 ③ অবগাহন ④ ষ্ঠেতপদ্ম
৩৩. জালি শব্দের অর্থ কী?
 ① সজীব ② টাটকা
 ③ কচি ④ পরিণত
৩৪. 'বুপাই' কবিতায় 'নবীন ভূগ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [সিদ্ধেট
সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; আল-আমিন একাডেমী ছুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ① কচি পাতা ② কচি ঘাস
 ③ দুর্বা ঘাস ④ নতুন ঘাস
৩৫. নিচের কোনটি 'ভ্রমন'-এর প্রতিশব্দ নয়?
 ① ভোমরা ② ভিমবুল
 ③ মধুকর ④ গুবরে পোকা
৩৬. বঙ্গাদের চতুর্থ মাসের নাম কী?
 ① শ্রাবণ ② ভাদ্র
 ③ আশ্বিন ④ কার্তিক
৩৭. লেখার কালি রাখার পাত্র বিশেষকে কী বলে?
 ① কৌটা ② দোয়াত
 ③ কাপ ④ ফুলদানিও
৩৮. রামধনুকের আকৃতি কেমন?
 ① অর্ধবৃত্তাকার ② বৃত্তাকার
 ③ লম্বাটে ④ ত্রিকোণাকৃতি
৩৯. কোনটি 'সিনান'-এর অর্থ নয়?
 ① স্নান ② গোসল
 ③ অবগাহন ④ সমুদ্র দেখা
৪০. 'বুপাই' কবিতায় হিন্দুদের বিখ্যাত কোন তীর্থস্থানের কথা বলা
হয়েয়েছে?
 ① গয়া ② কাশী
 ③ বৃন্দাবন ④ বদ্বীনাথ
৪১. 'বৃন্দাবন' কোথায় অবস্থিত?
 ① মথুরার নিকটবর্তী ② কলকাতার নিকটবর্তী
 ③ হিমালয়ের নিকটবর্তী ④ সোনারগাঁওয়ের নিকটবর্তী
৪২. 'শাল' কী ধরনের কাঠ?
 ① নরম, মূল্যহীন ② মূল্যবান
 ③ অদ্বিদামি ④ অপ্রয়োজনীয়
৪৩. 'বুপাই' কবিতায় বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ বোঝানো
হয়েছে কোনটি ছারা?
 ① বেত ② শাল
 ③ শাল-সুন্দি-বেত ④ সুন্দি
৪৪. কবিতায় 'শাল-সুন্দি-বেত'-এর তুলনা করা হয়েছে কার সঙ্গে?
 ① বুপাইয়ের সঙ্গে ② কবির সঙ্গে
 ③ সমস্ত চাষার সঙ্গে ④ গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে
৪৫. নৃত্যগীত শিক্ষা ও মন্তবিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্দেশক শব্দ কোনটি?
 ① মাঠ ② বাজার
 ③ আখড়া ④ শহর
৪৬. কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথাকে কী বলে?
 ① জারি গান ② ঘাটুর গান
 ③ ভাটিয়ালি ④ লোকসংগীত
৪৭. 'বুপাই' কবিতায় ইস্পাতসম কঠিন লোহা বোঝাতে কোন শব্দ
ব্যবহৃত হয়েছে?
 ① কাচা ② পাকা
 ③ পাগাল ④ ধারালো

৪৮. নিচের কোনটি 'উজল'-এর অর্থপ্রকাশক শব্দ?
 ① দীপ্তিমান ② সুপ্ত
 ② উৎপন্ন ④ উচ্ছ্঵াস
- বিদ্যুৎ পাঠের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 118**
৪৯. 'বুপাই' কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কোনটিকে ভালোবাসতে পারবে?
 ① গ্রামীণ প্রকৃতিকে ② পাহাড়কে
 ③ সাগরকে ④ মানুষকে
৫০. 'বুপাই' কবিতার কোন বিষয়টির সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে?
 ① বুপাইয়ের রূপ ② বুপাইয়ের কর্মকাণ্ড
 ③ গ্রামীণ সৌন্দর্য ④ ফসলের মাঠ
৫১. 'বুপাই' কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে কোনটি
অনুধাবন করতে পারবে?
 ① গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ
 ② গ্রামীণ কৃষকের আহার-গ্রহণ
 ③ গ্রামীণ কৃষকের পোশাক-পরিচ্ছদ
 ④ গ্রামীণ কৃষকের এক্ষণ্য
- বিদ্যুৎ পাঠ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 118**
৫২. 'নকী কাঁধার মাঠ' কী ধরনের গ্রন্থ?
 ① কাহিনিকাব্য ② কাব্য
 ③ গানের সংকলন ④ নাটক
৫৩. কৃষকের গাঁয়ের রং কালো হয় কেন?
 ① কালো রং মেখে ② রোদে পুড়ে
 ③ অসুখে ④ ধোয়ায়
৫৪. কবির মতে কার শ্রমেই সভ্যতার সৃষ্টি হয়?
 ① নারীর ② পুরুষের
 ③ সৈনিকের ④ কৃষকের
৫৫. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই কালো কার?
 ① কৃষকের ② শিক্ষকের
 ③ ডাক্তারের ④ আইনজীবীর
৫৬. আখড়াতে কে জারির গানে দক্ষতার পরিচয় দেয়?
 ① কালো কৃষক হেলেটি ② বুড়োরা
 ③ কবি নিজে ④ কবির বন্ধু
- বিদ্যুৎ কবি-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 119**
৫৭. কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
 [বগুড়া ক্যার্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
 ① ১৯০৩ ② ১৯১০
 ③ ১৯৩৩ ④ ১৯৩৫
৫৮. জসীমউদ্দীনের জন্মস্থান তাষ্ঠুলখানা গ্রামটি কোন জেলায়?
 ① ফরিদপুর ② শরীয়তপুর
 ③ মাদারীপুর ④ জামালপুর
৫৯. জসীমউদ্দীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন কত
খ্রিস্টাব্দে?
 ① ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ② ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে
 ③ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ④ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে
৬০. 'রঙিলা নায়ের মাঝি' কী ধরনের রচনা? [কামিন্দ্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ① উপন্যাস ② গানের সংকলন
 ③ নাটক ④ কাব্য
৬১. জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন?
 ① ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ② রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
 ③ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ④ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৬২. জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হয়—
 ① বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়
 ② বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে
 ③ শেষ বয়সে ④ কোনোটই নয়



বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৩. 'রুপাই' কবিতায় বুড়োরা রুপাইকে প্রশংসা করেছেন যা বলে তা হলো—

 - পাগাল লোহা
 - বাপের বেটো
 - চায়ার ছেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

 অভিযন্তা তথ্যাভিক বহননির্ধারণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন

- উদ্বীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কচি ধানের দিকে তাকিয়ে করিম মিয়ার মন ভরে যায় । তার মন
আনন্দে ভাসে ভবিষ্যতের সোনালি ফসলের কথা ভেবে ।

ନିଶ୍ଚୟାବ କ୍ୟାଜରେହ ମରକାରି ବାଲିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଲୟ, କୁମିଳା।

- শিল্পী বিজয়জিৎ পাত্রকাৰৰ বাণিজ্য উচ্চ বিদ্যালয়, কুমাৰ

৭৪. উদ্ধীপকেৱ সাথে 'বুপাই' কবিতাৱ যে চৱণেৱ মিল আছে—
i. কাঁচা ধানেৱ পাতাৱ যতো কচি মুখেৱ শাবা
ii. কচি ধানেৱ তুলতে চাৱা হয়তো কোনো চাৰি
iii. মুখে তাহাৱ জড়িয়ে গেছে কতকটা তাৱ হাসি
নিচেৱ কোনটি সঠিক?

- ग विषय की प्रक्रिया विकास करने का उद्देश्य है।

৭৮. শুগারের কাসের সৌন্দর্য উদ্বাপকের বণ্ণার পঙ্গে তৃণ
 ৩. হাত দুখানির সৌন্দর্য ৪. শরীরের সৌন্দর্য
 ৫. মাথার সৌন্দর্য ৬. চক্ষুর সৌন্দর্য

৭৬. তোমার পঠিত কোন কবিতায় উদ্দীপকের বিপরীত ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- ৩) নদীর স্বপ্ন
৪) প্রাণী
৫) দুই বিঘা জমি
৬) বৃপ্তাই

৭৭. উক্ত বিপরীত ভাবটি কী?
 ① কর্ম বিষয়া
 ② কর্ম ক্ষমতা

- গ** ১) কর্মে বন্ধুত্ব
২) কর্মে দক্ষতা
৩) কর্মে জড়ত্ব
৪) কর্মে অঙ্গতা

- উদ্ধীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৯

- বাংলার কুলি** **বাংলার চাৰি**
বাংলার মাটি **কত ভালোবাসি**

- প্রাণের আবেগে যাই সদা ছুটি
যেখানে বাঙালি আছে।

- ## ৭৮. উদ্দীপকের 'বাংলার চাষি' লাই

- নির্দেশ করে?
Ⓐ নাৰী Ⓑ বপাট

- ৪** পাছে লোকে কিন্তু বলে **৫** একৃশের গান

৭৯. উদাপক্ষের চার 'রূপাই' কাবতার কোন চার্যকে নির্দেশ করে?
Ⓐ রূপাই Ⓛ কবি

- କ୍ଷମିତା ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତବାସା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବେଳେ

- ৩৪ উদ্দীপকটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নব্বর প্রমের উওর দাও :

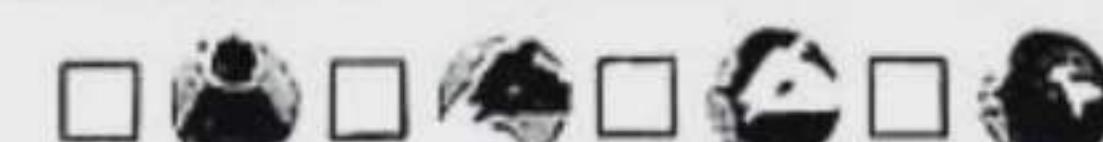
- মুমিন একজন অলস ছেলে। সে ঠিকঘতো পড়াশোনা করে না।
কারও কথা শোনে না।

- ১১) উপেন ৪) রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটা

८१. उदापकाटते ये गुणेर कथा एवा हरेहे से गुणेर वपरात
गुणेर कथा आছे 'बुपाई' कविताऱ्य। गुणटि कौ?

- କ** ୫) କର୍ମେ ଦକ୍ଷତା ୬) କର୍ମେ ଅଞ୍ଚଳତା
 ୭) କର୍ମେ ଅନୌହା ୮) କର୍ମେ ଅବହେଲା


গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত


প্রশ্ন ১: বিষয় : বাংলার দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ।

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঙ্গতে জল ছিটায় সেথা কালো কালো কাক।

সাদা সাদা বক-কনেরা রচে সেথায় মালা,

শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।

তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া;

মার আচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা। | তথ্যসূত্র : দেশ— জসীমউদ্দীন।

ক. কবিতায় 'মরণ'-এর রং কী?

খ. কবিতায় রূপাইকে বাপের বেটা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার কোন অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু এবং 'রূপাই' কবিতার বিষয়বস্তু এক নয়।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ১ ও ৩

ক. ০ কবিতায় 'মরণ'-এর রং কালো।

খ. ০ কর্মদক্ষ এবং সাহসী বলে কবিতায় রূপাইকে 'বাপের বেটা' বলা হয়েছে।

০ 'রূপাই' কবিতায় রূপের বর্ণনাসহ রূপাইয়ের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কৃষকের ছেলে রূপাইয়ের গায়ের রং কালো। সে বৃন্তিতে ভিজে, রোদে পুড়ে মাঠে সোনার ফসল ফলায়। এ কাজে তার ঝাঁক নেই। শুধু কৃষিকাজই নয়, রূপাই খেলার মাঠেও দুরত্ব খেলোয়াড়। সবাই তাকে দলে নিতে টানাটানি করে। রূপাই আখড়াতে বাঁশের বাঁশি বাজায়, জারির গান গায়। গায়ের বৃন্দবন রূপাইকে অনেক ভালোবাসেন। তারা রূপাইয়ের মজাল কামনা করেন। রূপাইয়ের কর্মদক্ষতা ও সাহসে তারা মুগ্ধ। এ মুগ্ধতা থেকেই তারা প্রশ়্নাকৃত কথাটি বলেছেন।

গ. ০ উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

০ বাংলাদেশ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার ঝাঁকুটিতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এদেশে বহুরে ছয়টি ঝুঁতু পরিবর্তিত হয়। একেক ঝুঁতুতে বাংলার প্রকৃতি একেক রূপ ধারণ করে। তা সত্ত্বেও এদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি সর্বদাই সতেজ, মনোমুগ্ধকর।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির একদিকে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের খেত, অন্যদিকে নতুন ফসলের হাতছানি। উদ্দীপকের এই বিষয়টি আলোচ্য 'রূপাই' কবিতায় প্রতিকলিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি এখানে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে কৃষকের জীবনযাপন, ফসল উৎপাদনে তাদের অঙ্গান্ত পরিশ্রম ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঞ্জন ফুল, কাঁচা ধানের শোভা, কচি মুখের মায়াবী কৃষকের হাসিমুখ প্রভৃতি বিষয় অনুষঙ্গে এনেছেন এ কবিতায়। আর সেগুলোকে বাঞ্ছয় করে তুলেছেন কালোবরন চাষার ছেলেকে কেন্দ্র করে। যে প্রকৃতির রূপ-স্বর্স-গন্ধ-বর্ণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার।

ঘ. ০ "মিল থাকলেও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু এবং 'রূপাই' কবিতার বিষয়বস্তু এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এদেশের বনে বনে সবুজ পাতা, ফুল-ফলের সমারোহ। মাঠে মাঠে ঢেউ খেলানো নবীন ফসল। নতুন ধানের ঘনে বিভোর কৃষক। ঝাঁকুটু পরিবর্তনের ধারায় বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত এবং স্থিংডেকোমল হয়ে ওঠে।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের কথা বলেছেন। কবির মতে গ্রামবাংলাই এদেশের সৌন্দর্যের আধার। মাঠের পর মাঠ সবুজ ধানখেতের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। কালো কাকেরা ঠোঁটে জল ছিটিয়ে গোসল করে। সাদা বক-কনেরা মালা তৈরি করে সেই সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। শরৎকালের শিশির এ সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। আসন্ন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে কৃষকের মন নেচে ওঠে। তাদের কাছে ধানের ছড়া যায়ের আঁচলের স্পর্শের মতো মনে হয়। উদ্দীপকের এই বিষয়টি আলোচ্য 'রূপাই' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সেখানেও কৃষক ও কৃষকের পরিশ্রমের সোনালি ধানের কথা বলা হয়েছে।

০ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং কৃষকের ঘরে নতুন ধানের আনন্দের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক নিয়মে ঝুঁতু পরিবর্তন, মাঠ ভরা সবুজ সতেজ ধান গাছে বাতাসের দোল খাওয়া, নানা পাখির সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়টি 'রূপাই' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে ছুঁয়ে গেলেও কৃষকদের রোদে পুড়ে, বৃন্তিতে ভিজে সবার জন্য খাদ্য উৎপাদনের কঠিন কাজটির কথা এখানে অনুপস্থিত। কবিতায় চাষার ছেলে রূপাইয়ের কর্মদক্ষতা ও তার রূপের যে বর্ণনা করা হয়েছে তাও উদ্দীপকে নেই। এসব দিক বিচার-বিবেচনা করলে মনে হয় প্রশ়্নাকৃত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ২: বরিশাল বোর্ড ২০১৮

হরিপুর কাপালি ঘৰিশক্ষিত কৃষক। তিনি নতুন জাতের একটি ধান উদ্ভাবন করেন। এই জাতের ধানে অধিক ফসল উৎপাদন হয়। প্রথমে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এই ধান উৎপাদনে এগিয়ে আসে। এ ধানের সুনাম শুনে পার্শ্ববর্তী জেলার কৃষকেরাও উৎপাদনে এগিয়ে আসে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় হরি ধান। হরিপুর কাপালি কৃষকের গর্ব।

ক. 'শাল-সুন্দি-বেত' কী?

খ. 'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি'— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সুন্দর্য নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি ই 'রূপাই' কবিতার একমাত্র বর্ণিত বিষয় নয়— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ২

ক. ০ 'শাল-সুন্দি-বেত' হচ্ছে একত্রে বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ।

খ. ০ 'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি' বলতে কবি কালো বরণ চাষার ছেলের গুরুত্বের দিকটিকে নির্দেশ করেছেন।

০ 'রূপাই' কবিতায় কবি এদেশের কৃষকের প্রতি তার অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। এখানে তিনি কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত কৃষকদের শরীরের রং, মাঠে ফসল ফলাতে গিয়ে তাদের পরিশ্রম এবং গ্রামীণ পরিবেশে অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপনের একটা পরিচয় তুলে ধরেছেন। কৃষকের ছেলে রূপাই বৃন্তিতে ভিজে, রোদে পুড়ে মাঠে সোনার ফসল ফলায় বলে তার গায়ের রং কালো। তাকে যারা অবহেলা করে তাদেরকে কালো রঙের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য কবি কথাটি বলেছেন যে, চোখের মাঞ্জও কালো, সেই মণি দিয়ে আমরা পৃথিবী দেখি।

গ. ০ উদ্দীপকের হরিপুর কাপালির সঙ্গে 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের কর্মকাণ্ড এবং তাকে নিয়ে সবার গর্ববোধ করার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

০ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশের কৃষকরা আমাদের গর্ব। তারা সারাদিন মাঠে কাজ করে সোনার ফসল ফলায়। কৃষকরা দেশের সমস্ত মানুষের খাদ্যের জোগান দেয়। তারা রোদে পুড়ে, বৃন্তিতে ভিজে কৃষি কাজ করে।

• উদ্দীপকে স্বশিক্ষিত কৃষক হরিপদ কাপালির নতুন জাতের ধান, উভাবন এবং তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অধিক ফলনশীল নতুন জাতের ধান চাষে সারাদেশের কৃষকদের আগ্রহের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এদেশের কৃষকরা হরিপদ কাপালিকে নিয়ে গবেষণা করে। 'রূপাই' কবিতার রূপাইকে নিয়ে সবার গবেষণা করার বিষয়টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'রূপাই' গ্রামবাংলার কৃষকের প্রতিনিধি। রোদে পুড়ে তার গায়ের রং কালো। তার বাহু কঢ়ি লাউয়ের ডগার মতো। সে মাঠে কাজ করে এবং সবার কাজে সহায়তা করে। শাল-সুন্দি-বেতের মতোই সে উপকারী। রূপাইও উদ্দীপকের হরিপদ কাপালির মতো স্বশিক্ষিত মানুষ। সেও নিজের চেটায় ফসল ফলায়। রূপাইকে নিয়ে তাই সবাই গবেষণা করে।

বি. • উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টিই 'রূপাই' কবিতার একমাত্র বর্ণিত বিষয় নয়— মন্তব্যটি যৌক্তিক।

• কৃষক সভ্যতার নির্মাতা। দেশের অর্থনীতির চালক। কালো কৃষকরা সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলিয়ে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কৃষকরা সরাসরি খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তারা এদেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে নিরলস পরিশ্রম করে।

• 'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মদোয়াগ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এখানে গ্রামবাংলার কালো-বরন কৃষকের শারীরিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষকরা সারাদিন মাঠে কাজ করে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়। অধিক ফসল ফলানোর জন্য তারা অধিক পরিশ্রম করে। 'রূপাই' কবিতার রূপাই সেই পরিশ্রমী কৃষকের প্রতিনিধি। উদ্দীপকের হরিপদ কাপালি 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলে রূপাইয়ের অনুরূপ। হরিপদও কৃষক, মাঠে কাজ করেন। নিজের চেটায় তিনি নতুন জাতের ধান উভাবন করে সবার গবেষণা পাত্র হয়ে উঠেছেন। 'রূপাই' কবিতার রূপাইকে নিয়েও কৃষকরা গবেষণা করে। এই বিষয়টি কবিতার একমাত্র দিক নয়। এছাড়া আরও বিষয় এ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

• 'রূপাই' কবিতায় রূপাইয়ের রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি গ্রামবাংলার কৃষকের রূপবৈচিত্র্য নির্দেশ করেছেন, যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। 'রূপাই' কবিতার রূপাই গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তার রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। কবিতায় রূপাইয়ের বাঁশি বাজানো, গানের দক্ষতা, সব কাজে তার পারদর্শিতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে, যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ়্নাক্ষেত্র মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৩ বিষয় : রাখাল ছেলের কর্মতৎপরতা।

"রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,

এ যে বড় বাড়বাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।"

"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঞ্ছল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেত্রে সবুজ রঞ্জের চেলী।

সরবে বালা নৃইয়ে গলা হল্দে হাওয়ার সুবে

মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম্ব দিয়ে যায় মুখে!

বাউয়ের বাড়ে বাজায় বাঁশি পউব-পাগল বুড়ী,

আমরা সেখা চৰতে লাঞ্ছল মুশীদা-গান জুড়ি।

খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা-লাঞ্ছল-চ্যা,

সারাটা দিন খেলতে জানি, জানিই নেক বসা।"

[উদ্ধৃতি : রাখাল ছেলে— জসীমউদ্দীন]

ক. চাষার ছেলের বাহু কীসের মতো?

১

খ. কার নামেতে সব গো নামি হবে? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের রাখাল ছেলের সাথে 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলের
কোন বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলের কথা স্মরণ করিয়ে
দেয় মাত্র, কবিতার সমগ্র ভাব নয়।"— বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৪ প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২ ও ৪

ক. • চাষার ছেলের বাহু জালি লাউয়ের ডগার মতো।

খ. • রূপাইয়ের নামে একদিন সব গো নামি হবে।

• এদেশের কৃষকরা আমাদের গর্ব। তারা সারাদিন মাঠে কাজ করে সোনার ফসল ফলান। 'রূপাই' কবিতার রূপাই এ দেশের কৃষকদের প্রতিনিধি। তার সব বৈশিষ্ট্যই এদেশের কৃষকদের বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর আমাদের দেশের কৃষকদের নামে দেশের নাম উজ্জ্বল হবে এই আশা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি 'রূপাই' কবিতায় প্রশ়্নাক্ষেত্র কথাটি বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকের রাখাল ছেলের সাথে 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলের কৃষির ক্ষেত্রে দক্ষতার সাদৃশ্য রয়েছে।

• পৃথিবীতে মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়েই নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের প্রতিফলন ঘটিয়ে মানুষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। আমাদের দেশের কৃষকরাও অনেক পরিশ্রম করে ফসল ফলান।

• 'রূপাই' কবিতায় চাষার ছেলে রূপাই অনেক পরিশ্রম করে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সে সোনার ফসল ফলায়। এই পরিশ্রম সফলতা খুঁজে পায় সে ফসলের হাসি দেখে। রূপাইয়ে পরিশ্রমে শূন্য মাঠে সোনালি ফসল ওঠার সম্ভাবনার কথা কবিতায় রয়েছে। রূপাইয়ের কর্মদক্ষতায় গ্রামের সবাই মুগ্ধ। উদ্দীপকের কবিতাংশেও রাখাল ছেলের কর্মতৎপরতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সে লাঞ্ছল দিয়ে জমি চাব করে সোনার ফসল ফলায়। সারাদিনের এই পরিশ্রম রাখাল ছেলের কাছে খেলার মতো মনে হয়। ফসলের দিকে তাকিয়ে সে তার পরিশ্রম সফলতা খুঁজে পায়। আর রাখাল ছেলের কর্মতৎপরতার সাথেই 'রূপাই' কবিতায় চাষার ছেলের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. • "উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র, কবিতার সমগ্র ভাব নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই বাংলাদেশে কৃষকরা অনেক পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলান। তাদের কর্মতৎপরতায় দেশের মানুষ মুগ্ধ হয়। আর কৃষকও মাঠে মাঠে ঢেউ খেলানো নতুন ফসলের ষষ্ঠে বিজের থাকেন।

• 'রূপাই' কবিতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্রের বর্ণনা রয়েছে। কবি গোয়ের চাষার ছেলে রূপাইয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও কর্মগুণের বর্ণনা দিয়েছেন। সারা দিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, মাঠে কাজ করে চাষার ছেলে সোনার ফসল ফলায়। দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ দেখে রূপাইয়ের মন ভেরে ওঠে। শুধু কৃষি কাজ নয়, রূপাই গানে যেমন দক্ষ তেমনি সকল কাজে পারদশী। তাই কবি দেশের উন্নতির জন্য এমন ছেলেরই প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকেও রাখাল ছেলের কর্মতৎপরতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। রাখাল ছেলে তার কর্মদক্ষতার গুণে সোনার ফসল ফলায়। তার পরিশ্রমে হেসে ওঠে ফসলের মাঠ।

উদ্দীপকের রাখাল ছেলের কর্মতৎপরতা 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 'রূপাই' কবিতায় কবি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, চাষার ছেলের বাহ্যিক সৌন্দর্যের কথা, রূপাইয়ের গানের দক্ষতা, সকল কাজে তার পারদর্শিতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকটি কবিতার সমগ্র ভাব নয়। তাই প্রশ়্নাক্ষেত্র মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৪ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০১৯

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,

দেশমাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

দধীচি কি তাহার চেয়েও সাধক ছিল বড়?

পুণ্য অত হবে নাক সব করিলেও জড়।

- ক. 'রুপাই' কবিতায় উল্লিখিত 'পাগাল' শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. 'শাল-সুন্দি-বেত' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. 'উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও 'রুপাই' কবিতায় 'রুপাই'-এর আরও গুণের কথা উল্লেখ আছে।' — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২ ও ৪

- ক.** • 'রুপাই' কবিতায় উল্লিখিত পাগাল শব্দের অর্থ ইস্পাত।
খ. • সব রকম কাজে দক্ষতার জন্য রুপাইকে 'শাল-সুন্দি-বেত' বলা হয়েছে।
 • শাল-সুন্দি-বেত বলতে এখানে বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণকে বোঝানো হয়েছে। 'রুপাই' কবিতায় কবি রুপাইকে শাল-সুন্দি, বেতের সঙ্গে তুলনা করে রুপাইয়ের কর্মদক্ষতাকে নির্দেশ করেছেন। তিনি এ কবিতায় গায়ের চাষার ছেলে রুপাইয়ের বাহ্যিক গড়ন ও সৌন্দর্যের বর্ণনার সঙ্গে গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। কালো বরণ চাষার ছেলে রুপাই সকল কাজের কাজি। কৃষি কাজ থেকে শুরু করে খেলাধুলা, জারি গান, আখড়ায় লাঠি খেলা, অন্যের বিপদে ও সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তার জুড়ি নেই। শাল-সুন্দি-বেত যেমন নানা কাজে ব্যবহৃত হয়, কবির মতে রুপাইও অনুরূপ। রুপাই প্রামের সব মানুষের নানা রকম কাজে লাগে। তাই রুপাইকে 'শাল-সুন্দি-বেত' বলা হয়েছে।

- গ.** • উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো কসল উৎপাদনে কৃষকের ভূমিকা এবং তার প্রতি মর্যাদার দিকটি।
 • আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। এ দেশের কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলান। এদেশের কৃষকরা কস্ট-যন্ত্রণা সহ করে দেশের সব মানুষের জন্য খাদ্যের জোগান দেন। তারা সবার শ্রম্ভা পাওয়ার যোগ্য।
 • উদ্দীপকে কৃষকদের মর্যাদা ও গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি কৃষকদের সব সাধকের বড় সাধক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সোনার ফসল ফলে তা থেকেই দেশের সব মানুষের অন্তর্বে সংস্থান হয়। এই বিষয়টি 'রুপাই' কবিতায় প্রতিফলিত কৃষকের ফসল ফলানোর দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'রুপাই' কবিতায় কবি গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা কৃষকের ছেলের রূপ ও কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন। এখানেও কৃষকের প্রতি মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কৃষকদের যে বন্দনা করা হয়েছে তা 'রুপাই' কবিতায় রুপাইয়ের প্রতি কবির অনুরাগ প্রকাশের সঙ্গে একসত্ত্বে গাঠা।

- ঘ.** • "উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও 'রুপাই' কবিতায় 'রুপাই'-এর আরও গুণের কথা উল্লেখ আছে।" — মন্তব্যটি যথার্থ।

- মানুষ কর্মগুণে বড় হয়। গুণের কারণেই মানুষ অন্যের প্রশংসা লাভ করে। যারা সমাজের নানা কাজে জড়িত হয় এবং মানবকল্যাণকর কাঞ্জ করে মানুষ তাদের মনে রাখে। প্রশংসায় যোগ্য ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

- উদ্দীপকে এদেশের কৃষকের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। কবি এখানে কৃষকের গুণের প্রশংসা করে তাকে সব সাধকের বড় সাধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কৃষকের প্রতি এই প্রশংসা ও মর্যাদার সঙ্গে 'রুপাই' কবিতায় প্রতিফলিত রুপাইয়ের প্রতি কবির মূল্যায়ন ও মর্যাদার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দিকটি ছাড়াও 'রুপাই' কবিতায় রুপাইয়ের বাহ্যিক গড়ন ও তার অন্যান্য কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। সেসব বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। এ কবিতায় কবি রুপাইকে রুপার চেয়েও দারি বলেছেন। রুপাই খেলাধুলা ও গান-বাজনার সঙ্গে জড়িত। তার দ্বারা গ্রামের নাম উজ্জ্বল হওয়ার যে কথা কবি বলেছেন তা উদ্দীপকে নেই।

- 'রুপাই' কবিতায় কবি গ্রামীণ পরিবেশে রুপাইয়ের বেড়ে ওঠার বর্ণনায় বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতির যে নিখুঁত বর্ণনা করেছেন তা উদ্দীপকে নেই। কবিতায় রুপাইয়ের বিভিন্ন কাজে যে দক্ষতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাও উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নেক্ষণ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৫ ঢাকা বোর্ড ২০১৮

উদ্দীপক-১: কৃষকলি আমি তারেই বলি
 কালো তারে বলে গায়ের লোক
 মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে
 কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।
 ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে
 যুক্ত বেণি পিঠের 'প'রে লোটে।

উদ্দীপক-২: ময়মনসিংহের অজপাড়াগায়ের কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক
 বিদ্যালয়ের কিশোরী ফুটবল দল বজামাতা গোল্ডকাপ চ্যাম্পিয়ন হলে
 সারাদেশে কলসিন্দুরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাদের কারণে
 ওই গ্রামে উময়নের ছোয়া লাগে। এখন কলসিন্দুর একটি আদর্শ
 গ্রাম। এখানকার মেয়েরা এখন বাংলাদেশের নাম
 ছড়াচ্ছে। গ্রামবাসী এখন তাদের জন্য গর্ববোধ করে।

ক. জসীমউদ্দীন কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. "কালো মুখেই, কালো ভ্রম, কীসের রঙিন ফুল!" বলতে কী
 বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক-১-এ 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটির বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ 'রুপাই' কবিতার মূলভাবকে তুলে ধরে কি? যুক্তি
 দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. জসীমউদ্দীন তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. • "কালো মুখে, কালো ভ্রম, কীসের রঙিন ফুল!" বলতে কৃষকের
 কালো ছেলের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণের দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

• 'রুপাই' কবিতায় কবি কৃষকের ছেলে রুপাইয়ের শারীরিক সৌন্দর্য
 বর্ণনায় গ্রামীণ প্রকৃতিকে অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ
 জীবনে কৃষকদের শরীরের গড়ন ও কালো গায়ের রং সম্পর্কে বর্ণনা
 করেছেন। কৃষকের ছেলেটি কালো; কিন্তু সে কর্মে নিপুণ। কবির কাছে
 সেই কৃষকের ছেলের গায়ের কালো রং কালো ভ্রমের মতো। সেটা
 কবির কাছে রঙিন ফুলের চেয়েও অনেক বেশি আকৃষ্টের বিষয়।
 আলোচ্য লাইনটিতে এ বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

গ. • উদ্দীপক-১-এ 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো
 রুপাইয়ের কালো রূপের বর্ণনা।

• কালো-বরন হলেই যে অবহেলার পাত্র, তা নয়। জগতে বহু জিনিস
 কালো আছে। কালো বলে যদি তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাহলে
 প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হবে তেমনই মানুষের অস্তিত্বও সংকটে
 পড়বে। মেঘ কালো, আঁধার কালো, চোখ কালো, কালি কালো প্রভৃতি
 আমাদের জীবন ও প্রকৃতিরই অংশ।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে একটি কালো বরন যেয়ের রূপসৌন্দর্য তুলে
 ধরা হয়েছে। কবি এখানে ঘোমটাইন যুক্ত বেণি পিঠে দুলিয়ে মেঘলা
 দিনে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক কালো যেয়ের অপরূপ কালো
 হরিণ চোখের কথা বলেছেন। গায়ের লোকে যেয়েটিকে কালো
 বলেও কবি তাকে কৃষকলি বলে আব্যায়িত করেছেন। উদ্দীপকের
 কালো বরন এই যেয়েটির প্রতি কবির অনুরাগ এবং ভালোবাসা
 'রুপাই' কবিতার কালো বরন চাষার ছেলের প্রতি কবির অনুরাগের
 দিকটিকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকের যেয়েটিকে গায়ের লোকেরা কালো
 বলেও তার কালো হরিণ চোখ আর কালো চুলের বেণি কবির হৃদয়
 জয় করেছে। 'রুপাই' কবিতায় রোদে পেড়া কালো-বরন চাষির ছেলে
 কবির হৃদয় জুড়িয়েছে। রুপাই মূলত রোদে পেড়া, বৃষ্টিতে ভেজা
 বাংলাদেশের কালো বরন কৃষকের প্রতিনিধি। উভয়ের রূপ কালো
 হলেও উভয়ই তাদের কালো বৃপ্ত দিয়ে কবিদের মন জয় করেছে।
 কেননা কবিরা মনে করেন কালো রঙের গুরুত্ব অনেক। তাই বলা যায়
 যে, উদ্দীপক-১ এ আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো
 রুপাইয়ের কালো রূপের বর্ণনা।



- বি.** ০ হ্যাঁ, উদ্বীপক-২ 'রূপাই' কবিতার মূলভাবকে তুলে ধরে।
 • শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খলা ছারাই সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। অঞ্চল তারাই সমাজে নানাভাবে অবহেলার শিকার হয়। সুযোগ পেলে তারা সবার জন্য কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করে সুনাম বয়ে আনতে পারে। কারণ তারা পরিশ্রমী ও কল্যাণকামী।
 • উদ্বীপক-২-এ ময়মনসিংহের অজপাড়াগাঁয়ের কলসিন্দুর বিদ্যালয়ের কিশোরী ফুটবল দলের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কর্ম ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে কিশোরী ফুটবল দল তাদের প্রিয় গ্রাম কলসিন্দুর এবং কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বাংলাদেশের সবার কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করেছে। তাদের নামেই আজ তাদের গ্রাম ও বিদ্যালয় সবার কাছে নামি। উদ্বীপকের এই বিষয়টি 'রূপাই' কবিতার রূপাই সম্পর্কে কবির ইতিবাচক মন্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি আলোচ্য কবিতায় রূপাই সম্পর্কে করে বলেছেন 'এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি।' এ কথার মাধ্যমে চাষির কালো বরণ ছেলের মহিমা জগতে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত করেছেন। যা উদ্বীপকের কলসিন্দুর গ্রামের কিশোরী ফুটবল দলের বিশ্বজোড়া পরিচিতিকে নির্দেশ করে।
 • 'রূপাই' কবিতায় কবি বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে সামনে রেখে গাঁয়ের চাষির ছেলে রূপাইয়ের বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও কর্মগুণের বর্ণনা দিয়েছেন। রূপাইয়ের গাঁয়ের রং কালো, কিন্তু কর্ম দিয়ে সে সব জয় করেছে। সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কৃষকরা সবার জন্য খাদ্য জোগায়। কালো-বরন চাষার ছেলে রূপাই সেই কৃষকদের প্রতিনিধি। উদ্বীপকের অজপাড়াগাঁয়ের কিশোরী ফুটবলাররাও রূপাইয়ের মতো সবার জন্য সুনাম বয়ে এনেছে তাদের পরিচয়েই তাদের গ্রাম ও বিদ্যালয় নতুন করে পরিচিতি পেয়েছে। তাই বলা যায় যে, কল্যাণ, সুনাম ও অবদানের দিক দিয়ে উদ্বীপক-২ 'রূপাই' কবিতার মূলভাবকে তুলে ধরে।

প্রশ্ন ৩৫ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

- শ্যামলীর একমাত্র ছেলে বাধন। গাঁয়ের রং কালো হলেও বাধন পড়ালেখায়, খেলাধুলায় পারদশী। এ বছর জাতীয়ভাবে স্টার্ট হিসেবে রাস্ট্রপতি এওয়ার্ড অর্জন করলে চারিদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শ্যামলী গর্ব করে বলে— আমার এ কালো ছেলে একদিন দেশের বাইরে পিয়েও দেশের সুনাম অর্জন করবে।
- ক. কালো দত্তের কী দিয়ে কবি কেতাব কোরান লেখেন? ১
- খ. 'আখড়াতে তার বাশের লাঠি অনেক মানে মানী'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্বীপকের শ্যামলীর মনোভাবের সাথে 'রূপাই' কবিতায় কবির মনোভাবের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্বীপকের ভাবনা 'রূপাই' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

- বি.** ০ কালো দত্তের কালি দিয়ে কবি কেতাব কোরান লেখেন।
 • আলোচ্য চরণের মধ্য দিয়ে রূপাইয়ের লাঠি খেলার পারদর্শিতা সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে।
 • কৃষকের কালো ছেলে রূপাই সব কাজে পারদশী। সে গ্রামের সবার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। খেলার মাঠেও সে সমান দক্ষ। আখড়াতে তার অনেক সুনাম, কারণ সে লাঠি খেলায় সবার থেকে ভালো। এ কারণে খেলার দলে সবাই তাকে নিয়ে টানাটানি করে। ভালো খেলে বলেই তার লাঠির অনেক মান। আলোচ্য চরণের মধ্য দিয়ে কবি কৃষক-সন্তান রূপাইয়ের লাঠি খেলার দক্ষতার প্রশংসা করেছেন।
 • উদ্বীপকের শ্যামলীর মনোভাবের সাথে 'রূপাই' কবিতার কবির মনোভাবের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

- কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ অসম হয়; দেশ ও দশের উন্নতি হয়। কর্মদক্ষ ছেলেদের ব্যারাই দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধন হয়।
 • 'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার অসাধারণ রূপ এবং এই রূপের মধ্যে বড় হওয়া কৃষক-সন্তানের রূপ-সৌন্দর্য ও কর্মদক্ষতার কথা প্রকাশ করেছেন। কবির মতে কৃষকের এই কালো ছেলে সবার বুক জুড়ায়। তার কর্মদক্ষতা, খেলার পারদর্শিতা দেখে কবির মনে হয় রূপার চেয়ে দামি এই কৃষক-সন্তানটির নামেই একদিন এই গাঁ পরিচিত হবে। অন্যদিকে শ্যামলী তার নিজ সন্তান বাঁধনকে নিয়ে গর্ব করেছে। সে সন্তানের সাফল্যে গর্বিত মাতা। তার আত্মবিশ্বাস তার সন্তান একদিন দেশের বাইরে গিয়েও দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। মূলত উদ্বীপকের মা শ্যামলী শুধু নিজের সন্তানের গুণ ও গর্বের কথা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে কবি গ্রামীণ সৌন্দর্যের পটভূমিতে একজন কৃষক-সন্তানের মধ্য দিয়ে বাংলার সব কৃষকের বন্দনা করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্বীপকের শ্যামলীর মনোভাবের সাথে 'রূপাই' কবিতার কবির মনোভাবের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

- বি.** ০ "উদ্বীপকের ভাবনা 'রূপাই' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

- কৃষকরা আমাদের দেশের প্রাণ। তাদের অবদানেই সভ্যতার চাকা সচল থাকে। এ কারণে তাদের কর্ম ও কর্মসাধনাকে শ্রদ্ধার চেতে দেখা উচিত।
 • উদ্বীপকের বাঁধন তার মায়ের একমাত্র সন্তান। সে পড়ালেখা এবং খেলাধুলায় পারদশী। সে স্টার্ট হিসেবে রাস্ট্রপতি এওয়ার্ড অর্জন করেছে। তার এ সাফল্যে তার মা শ্যামলী গর্বিত। সে মনে করে তার সন্তান একদিন দেশের বাইরে গিয়ে নিজের দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। অন্যদিকে 'রূপাই' কবিতায় রূপাইয়ের রূপের বর্ণনা এবং কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সবার অন্মের জোগান দেয়। সবার জন্য খাদ্যের সম্ভাবনা ও মঙ্গল বয়ে আনে। সে বাংলার সমস্ত কৃষকের প্রতিনিধি।

- 'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মদোয়েগ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে গ্রামবাংলায় কৃষক কীভাবে সবার হিতসাধন করে তা তুলে ধরা হয়েছে। কবি রূপাইয়ের শারীরিক বর্ণনায় গ্রামীণ প্রকৃতিকে অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষকের অবদানকে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে উদ্বীপকে কেবল একজন মেধাবী ও দক্ষ খেলোয়াড়ের দক্ষতা দিয়ে সুনাম অর্জনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৬ বিষয় : অকর্মণ্য ও অলস জীবনের স্বরূপ।

- নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি,
 চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
 নোকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
 হাটিলে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা পড়া ভয়।
 তাই শুয়ে শুয়ে কল্টে বাঁচিরা রহিল নন্দলাল।
 সকলে বলিল, "ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।....

[তথ্যসূত্র : নন্দলাল— ফিজেন্দুলাল রায়]

- ক. চাষার ছেলের মাথার চুল কেমন? ১
 খ. কবির দৃষ্টিতে কৃষক সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে কেন?
 বুঁবিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্বীপকটি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কীভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্বীপকের মূলভাব এবং 'রূপাই' কবিতার মূলভাব পরম্পর বিপরীতধর্মী।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

- বি.** • চাষার ছেলের মাথার চুল লম্বা।

৬. ০ কৃষক সব কাজে দক্ষ ও পারদর্শী এবং আমাদের অন্য-বন্ধের জোগানদাতা বলেই কবির দৃষ্টিতে সবার কাছে দার্ম বলে গণ্য হয়েছে।
৭. ০ কৃষক রোদে পুড়ে ফসল ফলায় বলে শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কাব মনে করেন কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। তারাই আমাদের খাদ্য-বন্ধের জোগানদাতা। কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা তাদের অন্য সবার চেয়ে আলাদা করেছে। তাই কৃষক সবার কাছে দার্ম বলে গণ্য হয়েছে।

৮. ০ উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার রূপাই চরিত্রের কর্মদক্ষতা ও চেঙ্গলতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

৯. ০ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রম না করলে কেউ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। বাঙালির অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে তাদের শ্রমবিমুখতা। তারা অলস প্রকৃতির। নানাভাবে উদর পৃত্তি করতে পারলেই গা এলিয়ে ঘুমায়, পরের বেলার থাবারের কথা আর ভাবে না।

১০. ০ উদ্দীপকের কবিতাংশের নন্দলালের শ্রমবিমুখতা ও আলস্যভরা জীবনের প্রতিষ্ঠিত ফুটে উঠেছে। বাড়ির বাইরে গেলে কোথায় কোন সমস্যায় পড়ে এই ভয়ে সে সব কাজ ফেলে শুয়ে শুয়ে দিন কাটায়। তার এই মূল্যাহীন ঘুষ্টি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের কর্মতৎপরতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ রূপাই নন্দলালের মতো ঘরে বসে থাকে না। সে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে মাঠে সোনার ফসল ফলায়। গায়ের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আখড়ায় বাঁশি বাজায়, জারির গানে সবাইকে মুগ্ধ করে। গায়ের বুড়োরা তার কর্মদক্ষতা দেখে তার প্রশংসা করেন। কিন্তু উদ্দীপকের নন্দলালকে সবাই তার অলসতার জন্য ভর্ত্তসনা করে। আর এদিক দিয়েই উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

১১. ০ "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'রূপাই' কবিতার মূলভাব পরম্পর বিপরীতধর্মী।" — মন্তব্যটি যথার্থ।

১২. ০ অনেকের মধ্যেই শক্তি আছে, কিন্তু তারা পরিশ্রম করতে চায় না। করলেও পরিশ্রমের চেয়ে বেশি বিধাম নিতে পছন্দ করে। আরামপ্রিয়তার কারণেই উন্নতির ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। তবে এদেশের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কৃষকদের কোনো অবসর নেই।

১৩. ০ উদ্দীপকের নন্দলালের পরিশ্রম না করে ঘরে বসে থাকা এবং বাইরে গেলে কী ধরনের সমস্যা-সংকটে সে পড়তে পারে তার কথা উপস্থিতি হয়েছে। মানুষের জীবন সমস্যা-সংকট ছাড়া নয়। বিপদের ঘৃঢ়োশুধি দাঢ়িয়ে জীবনকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে মানুষকে ব্রতী হতে হয়। কিন্তু উদ্দীপকে নন্দলালের সাধ্য সেই থাণ্ডণ চেঁচার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি। তা প্রতিফলিত হয়েছে 'রূপাই' কবিতার কৃষকসন্তান রূপাইয়ের মাঝে। কালো বরণ চাখার ছেলেটি সোনালি ধান ফলাতে মাঠে যেমন কাজ করে তেমনই গ্রামীণ পরিবেশে নানা রকম খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। গায়ের সবাই তাকে পছন্দ করে। উদ্দীপকে তা নেই।

'রূপাই' কবিতায় কবি এক কৃষকসন্তান রূপাইয়ের রূপের বর্ণনার মাধ্যমে গ্রামীণ প্রকৃতি ও কৃষকের কর্মময় জীবনকে তুলে ধরেছেন। এখানে রূপাইয়ের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের নন্দলালের জীবন ঠিক রূপাইয়ের বিপরীতধর্মী। সে ঘরের বাইরে যায় না, অলস জীবনযাপন করে। এসব দিক বিচারে বলা যায়, প্রশ্নোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২. বিষয় : কিশোর বয়সের উদ্দামতা।

আমরা কিশোর, আমরা কঢ়ি, আমরা বনের বুলবুলি,
সবুজ পাতায় শয়া রঢ়ি, হাওয়ার দোলায় দুলদুলি!
উফার আলোয় মান করি,
নিতা নতুন তান ধরি,
সহজ তালে পাখনা মেলি উড়ে চলি চুলবুলি!

সকল কাটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,
অরুণ-রবির সোনার আলো দুহাত দিয়ে লুটব গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছাড়য়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুলব মাথা— সকল বাঁধন টুটব গো!

| তথ্যসূত্র : কিশোর— গোপাল মোতাফা।
ক. 'নবীন কাঁথার মাঠ' জসীমউদ্দীনের কোন ধরনের রচনা? ১
খ. যারা কৃষকের ছেলেকে অবহেলা করে, কবি তাদের প্রকৃত সত্যটা বোঝাতে চেয়েছেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার একটি বিশেষ অংশই প্রতিফলিত করে, সামগ্রিক বিষয় নয়।" — বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনকল ৬

১. ০ 'নবীন কাঁথার মাঠ' জসীমউদ্দীনের কাহিনিকাব্য।

২. ০ গায়ের রং কালো বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই বলেই কবি প্রকৃত সত্যটা বোঝাতে চেয়েছেন।

৩. ০ কৃষকের ছেলে বলে তাদের যারা অবহেলা করে কবি তাদেরকে প্রকৃত সত্যটা বোঝাতে চেয়েছেন। কবি মনে করেন গায়ের রং কালো বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই। কারণ কালো চোখ দিয়েই আমরা এই পৃথিবীর সৌন্দর্য অবলোকন করি। আমরা যে কেতাব-কোরান পড়ি তা কালো কালি দিয়েই লেখা। তাই কৃষকের ছেলের গায়ের রং কালো বলে যারা অবহেলা করে কবি তাদের প্রকৃত সত্যটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

৪. ০ কিশোর বয়সের উদ্দামতার দিক থেকে উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫. ০ কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ দেশ ও জাতির উন্নতি করে। দেশের কর্মদক্ষ ছেলেরাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে। তাই তাদের কর্ম ও কর্মসাধনাকে আমাদের অবশ্যই শৃঙ্খলা জানানো উচিত।

৬. ০ উদ্দীপকের কবিতাংশে কিশোর বয়সের উদ্দামতা প্রতিফলিত হয়েছে। নবীন কিশোরের কঢ়ি প্রাণের ছেঁয়ায়, উষার আলোয় মান করে সফলতা আনার প্রত্যয় ব্যুৎ করেছে। সব বাধা দূর করে তারা নবীন গৌরবে ছাড়িয়ে দেবে সফলতার সৌরভ। 'রূপাই' কবিতায়ও কবি কৃষকসন্তান রূপাইয়ের কর্মদক্ষতার কথা প্রকাশ করেছেন। কবির মতে কৃষকের এই কালো ছেলে তার কাজের মধ্য দিয়ে সবার মন জয় করেছে। তার কর্মদক্ষতা, খেলার পারদর্শিতা সবার গর্বের বিষয়। কবি আশাবাদ ব্যুৎ করেন এই রূপাই তার উদ্দামতা দিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। আর এদিক থেকেই উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার রূপাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭. ০ "উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার একটি বিশেষ অংশই প্রতিফলিত করে, সামগ্রিক বিষয় নয়।" — মন্তব্যটি যথার্থ।

৮. ০ কৃষিপ্রধান আমাদের এই দেশে কৃষকদের ভূমিকা অনেক। তাদের উদ্যমী কর্মথচ্চেষ্টার মাধ্যমে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। তাই দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধন করার লক্ষ্যে আদর্শবাদী, কর্মদক্ষ ছেলের একান্ত প্রয়োজন।

৯. ০ উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে কিশোর বয়সের উদ্দামতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কবি মনে করেন কিশোরের উষার আলোয় মান করে দেশকে আলোর পথে নিয়ে যেতে চায়। তাদের কর্মোদ্যমী মনোভাব সব বাধা দূর করে গৌরবের সৌরভ ছাড়িয়ে দেবে। 'রূপাই' কবিতায়ও কবি কৃষকসন্তান রূপাইয়ের কর্মোদ্যমী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 'রূপাই' সারা দিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে কাজ করে সোনার ফসল ফলায়। শুধু কৃষি কাজ নয়, 'রূপাই' গানে যেমন দক্ষ তেমনই সব কাজে পারদর্শী।



- 'রূপাই' কবিতায় কবি রূপাইয়ের কর্মদক্ষতা ছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপূর বাংলার গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। মূলত শস্য-শ্যামল বাংলার অপরূপ রূপের প্রকাশ ঘটেছে রূপাইয়ের শারীরিক বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। এসেছে কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম করার কথা। রূপাই বাংলার সমস্ত কৃষকের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় স্থান করে নিয়েছে। আর উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার সঙ্গে মিল রেখে কিশোর বয়সের উদ্বামতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৯ বিষয় : আদর্শ ছেলের গুণাবলি ।

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগ্রান
নাই কি শরীরে তব রন্ত মাংস প্রাণ? [তত্ত্বসূত্র : আদর্শ ছেলে—কুসুমকুমারী দাশ]
ক. কাঁচা ধানের পাতার মতো কীসের মায়া? ১
খ. "এক কালেতে ওরই নামে সব গো হবে নামি।"— বলতে কী
বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক এবং কবিতার মূলভাব এক নয়।"
মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

- ক.** • কাঁচা ধানের পাতার মতো রূপাইয়ের কচি মুখের মায়া।
খ. • "এক কালেতে ওরই নামে সব গো হবে নামি।"— এ কথার মধ্য দিয়ে বাবানো হয়েছে যে, রূপাইয়ের কর্মগুণে একদিন তার সুনাম সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে।
• 'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মদৈয়োগ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কবি কৃষক সন্তান রূপাইয়ের কথা বলতে গিয়ে তার বিভিন্ন গুণ ও কর্মদক্ষতার কথা প্রকাশ করেছেন। রূপাই আখড়ায় লাঠি খেলা, জারি গান গাওয়া, মাঠে কসল ফলানো সব বিষয়ে দক্ষ। তাই একদিন তার নামে গাঁয়ের সুনাম অন্যসব গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এ ধারণা থেকেই গর্বতরে গ্রামের পুরুজনরা আলোচ্য কথাটি বলেন।
গ. • উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার চাষার ছেলে রূপাইয়ের গুণাগুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

- মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আদর্শবান, কর্মদক্ষ ছেলেদের স্বারাই দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়। এ কারণে সবাই আদর্শবান, কর্মদক্ষ ছেলে প্রত্যাশা করে।

- উদ্দীপকে দেশের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে আদর্শবান ছেলের প্রত্যাশা করা হয়েছে। এই প্রত্যাশিত ছেলেরা শুধু কথা নয়, কথার সঙ্গে কাজ করে প্রমাণ করবে যে তারা কথায় নয়, কাজে বড়। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির এ প্রত্যাশা 'রূপাই' কবিতায় উল্লেখকৃত রূপাইয়ের কর্মদক্ষতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ রূপাই রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে সবার জন্য খাদ্য উৎপাদনে মাঠে কাজ করে। শুধু কাজ নয়, খেলাধুলা, জারির গান, বাঁশি বাজানোতেও সে দক্ষ। তাই কৃষকরা দেশ ও সমাজের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। তার এ কর্মকাণ্ড উদ্দীপকে প্রতিফলিত মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মনের ছেলের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

- ঘ.** • "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক এবং কবিতার মূলভাব এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

- সবার সম্মিলিত চেষ্টায় যেকোনো কঠিন কাজ সহজে করা যায়। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাই ঐক্যবন্ধ চেষ্টা প্রয়োজন। এদেশের উন্নতির মূলে রয়েছে কৃষি। তাই কৃষকরা দেশ ও সমাজের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান।

- উদ্দীপকে যথার্থ ভালো মানুষের প্রত্যাশা করা হয়েছে। যারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ বলে আনবে। এখানে আদর্শ ছেলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। তবে তার পরিবেশ, বাহ্যিক গড়ন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার দিকটি এখানে অনুপস্থিত। উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তেজে ভরা মন নিয়ে মানুষ হওয়ার জন্য ছেলেদের আহ্বান করেছেন। এ বিষয়টি 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও তা সম্পূর্ণ নয়। কারণ রূপাইয়ের যে গড়ন, স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতা কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

- 'রূপাই' কবিতায় গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন ও কৃষকদের ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও আত্মসম্মতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে চাষার ছেলেটি রূপে নয়, গুণে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবির কাছে কালো বরন এ ছেলেটির তুলনা নেই। সে একদিকে যেমন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়, অন্যদিকে তেমনি খেলাধুলা, বাঁশি বাজানো, জারির গান প্রভৃতি করে। সব ক্ষেত্রেই তার কাজের নিপুণতা সবাইকে মুগ্ধ করে। উদ্দীপকে যে ছেলের প্রত্যাশা করা হয়েছে তাতে এসব বিষয়ের কথা প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
ধুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোরেল পাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ
জ্যাম-বট-কাঁচালের-হিজলের-অশ্বথের করে আছে চূপ।
ক. কবিতার 'শাল-সুন্দি-বেত' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১
খ. কচি ধানের চারা তুলতে গিয়ে চারি হাসে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ
করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার একটি বিশেষ অংশকেই
প্রতিফলিত করে, পুরো বিষয়কে নয়।"— বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। পল্লির দুর্ভুত সন্তান রহিয়। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা
রহিয়ের মন প্রকৃতির মতো সহজ-সরল, সুন্দর। সারা দিন
প্রকৃতির মাঝে ছুটে বেড়ানো, মাঠে কাজ করা, অন্যের উপকার
করা তার নিত্যদিনের কাজ। সবাই তাকে বেশ মেহ করে। আর
সেও সবার মেহের প্রতিদান দেয় গভীর ভালোবাসা দিয়ে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ক. কবি জসীমউদ্দীন কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. 'জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়' বলতে কী
বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের রহিয় 'রূপাই' কবিতার কোন চরিত্রের
প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত চরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্য রহিয়ের মধ্যে প্রতিফলিত
হয়েছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪
- ৩। উদ্দীপক-১: দেখে এলাম কালো মেয়ে গদাই নমুর ঘরে
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার 'পরে ঢিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেই না রং নিয়া।
উদ্দীপক-২: 'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশমাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা'
- ক. বৃন্দাবন কী? ১
খ. রূপাইকে রূপার চেয়ে দায়ি বলা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপক-১নং এ নমুর মেয়ে 'রূপাই' কবিতার কোন
চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক-২নং 'রূপাই' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে
না— বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। রূপাইয়ের শরীর কেমন ছিল? [ঢ. বো. '১৮]

উত্তর : রূপাইয়ের শরীর শাওন মাসের তমাল তরুর মতো ছিল।

প্রশ্ন ২। 'রূপাই' কবিতাটির উৎস কী?

[বীরশ্বেষ্ঠ মুগী আশুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'রূপাই' কবিতাটির উৎস জসীমউদ্দীন রচিত 'নক্ষী কাঁথার মাঠ' নামক কাহিনিকাব্য।

প্রশ্ন ৩। জসীমউদ্দীন সরকারের কোন পদে যোগ দেন?

উত্তর : জসীমউদ্দীন সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের উচ্চ পদে যোগ দেন।

প্রশ্ন ৪। জসীমউদ্দীন সাহিত্য সাধনার শীকৃতিমূর্ত্তি কোন পদক লাভ করেন?

উত্তর : জসীমউদ্দীন সাহিত্য সাধনার শীকৃতিমূর্ত্তি একুশে পদক লাভ করেন।

প্রশ্ন ৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় কোন কবিতার জন্য জসীমউদ্দীন বিশেষভাবে প্রশংসিত হন?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় 'কবর' কবিতার জন্য জসীমউদ্দীন বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

প্রশ্ন ৬। জসীমউদ্দীনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : জসীমউদ্দীনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ সুন্দর বৃপের উপস্থাপন।

প্রশ্ন ৭। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে কী এক হয়ে মিশে যায়?

উত্তর : পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে জসীমউদ্দীনের কবিতার এক হয়ে মিশে যায়।

প্রশ্ন ৮। জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত কাহিনিকাব্যের নাম কী?

উত্তর : জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত কাহিনিকাব্যের নাম নক্ষী কাঁথার মাঠ।

প্রশ্ন ৯। জসীমউদ্দীনের লেখা 'বোবা কাহিনী' কী ধরনের রচনা?

উত্তর : জসীমউদ্দীনের লেখা 'বোবা কাহিনী' একটি উপন্যাস।

প্রশ্ন ১০। কবি জসীমউদ্দীনের গানের সংকলনের নাম কী?

উত্তর : কবি জসীমউদ্দীনের গানের সংকলনের নাম রঙিলা নায়ের মাবি।

প্রশ্ন ১১। 'এক পয়সার বাশী' জসীমউদ্দীনের কী ধরনের গ্রন্থ?

উত্তর : 'এক পয়সার বাশী' জসীমউদ্দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ।

প্রশ্ন ১২। 'বেদের মেঘে' জসীমউদ্দীনের কী ধরনের রচনা?

উত্তর : 'বেদের মেঘে' জসীমউদ্দীনের নাটক রচনা।

প্রশ্ন ১৩। কবি জসীমউদ্দীন কত খিটাদে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : কবি জসীমউদ্দীন ১৯৭৬ খিটাদে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৪। 'রূপাই' কবিতার কচি ঘাস অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি কী?

উত্তর : 'রূপাই' কবিতায় কচি ঘাস অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি নবীন তৃণ।

প্রশ্ন ১৫। মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থানকে কী বলে?

উত্তর : মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থানকে আখড়া বলে।

প্রশ্ন ১৬। জারি গান মূলত কীসের ঘটনামূলক গাথা?

উত্তর : জারি গান মূলত কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথা।

টপিকের ধারায় প্রণীত



প্রশ্ন ১৭। 'ইস্পাতসম কঠিন লোহাকে বোঝাতে' 'রূপাই' কবিতায় কোন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর : 'ইস্পাতসম কঠিন লোহাকে বোঝাতে' 'রূপাই' কবিতায় পাগাল লোহা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮। 'রূপাই' কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী অনুভব করতে পারবে?

উত্তর : 'রূপাই' কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গ্রামীণ কৃষকের শৈলিক বৃপ অনুভব করতে পারবে।

প্রশ্ন ১৯। 'জারি গান' অর্থ কী?

উত্তর : 'জারি গান' অর্থ 'শোকগীতি'।

প্রশ্ন ২০। বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে কী ছড়িয়ে দেয়?

উত্তর : বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে আলোর খেল বা আলোর খেলা ছড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন ২১। "কালো-বরন চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক"— এর আগের লাইনটি কী?

উত্তর : সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ।

প্রশ্ন ২২। 'রূপাইকে' কারা পাগাল লোহার সঙ্গে তুলনা করেন?

উত্তর : 'রূপাইকে' বুড়োরা পাগাল লোহার সঙ্গে তুলনা করেন।

প্রশ্ন ২৩। রং পেলে রূপাই কী গড়তে পারে?

উত্তর : রং পেলে রূপাই রামধনুকের হার গড়তে পারে।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। "কালোয় যে-জন আলো বানায়, ডুলায় সবার মন" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [ডিকানুনিসা নূন মুল এচ কগেজ, ঢাকা]

উত্তর : "কালো যেজন আলো বানায়, ডুলায় সবার মন" বলতে কবি কালো বরণ চাষার ছেলের কর্মের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে বুঝিয়েছেন।

'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামীণ প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা এক চাষার ছেলের কথা বলেছেন। এই ছেলেটির নাম রূপাই। তাঁর গায়ের রং কালো, কিন্তু সে খুব পরিষ্কার। সে পরিষ্কার করে মাঠে যেমন ফসল ফলায়, তেমনি খেলাখুলা, গ্রামের আখড়ায় লাঠি খেলা, জারির গান ইত্যাদিতেও দক্ষতার পরিচয় দেয়। রোদে পুড়ে কৃষকের গায়ের রং কালো হয়ে যায়, রূপাইয়েরও তাই হয়েছে। তবে সে কর্ম-কুশলতা দিয়ে গায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তার মাধ্যমে তার গায়ের সুনাম অন্য গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই এ দেশের কৃষকের প্রতিনিধি চরিত্র রূপাইকে প্রশংসন্ত কথাটি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২। 'জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে'— ব্যাখ্যা কর।

[নওগাঁ জিলা মুল]

উত্তর : 'জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে'— চরণটিতে কবি চাষার ছেলে রূপাইয়ের জারির গানে দক্ষতার দিকটি বর্ণনা করেছেন।

'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার কৃষকের বৃপ ও কর্মদোয়েগ বর্ণনা করেছেন। চাষার ছেলে রূপাই সব কাজে পারদশী। এমন কোনো কাজ নেই যা সে পারে না। আখড়াতে লাঠি খেলাতেও তার বেশ সুনাম রয়েছে। গ্রামের জারির গানের আসরেও তার পাদরশিতা দেখা যায়। জারির গানে তার মতো গলা যেন আর কারও নেই।

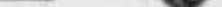
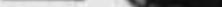
ପ୍ରଶ୍ନ ୩ । କଚି ଧାନେର ଚାରା ତୁଳତେ ଗିଯେ କୃଷକେର ଘନେର ଅବସ୍ଥା
କେମନ ହୁଏ? ସ୍ଥାନ୍ୟା କର ।

উত্তর : কচি ধানের চারা তুলতে গিয়ে কৃষকের ঘন আনন্দে ভরে ওঠে ।

'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মাদোগ
অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো
ভুঁর, রঙিন ফুল, ধান গাছের পাতা, কৃষকের কচি মুখের মায়া
প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। সেখানে কৃষকরা যখন কচি ধানের চারা
তুলতে থাকে তখন তারা ঘনের আনন্দে হাসতে থাকে। সেই হাসি
ভবিষ্যৎ ফসলের স্বপ্নের হাসি। কারণ তারা জানে তাদের পরিশমে
নতুন ফসলে মাঠ ভরে উঠবে।

প্রশ্ন ৪। “বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন” – ব্যাখ্যা কর।
 উত্তর : ‘রূপাই’ কবিতায় কবি গায়ের রূপাইকে পাগাল লোহার সঙ্গে তুলনা করেছেন; কারণ কালো বরন এ ছেলেটি ইস্পাতের মতো দৃঢ় এবং কর্ণঠ। ‘রূপাই’ কবিতায় কবি গ্রামীণ প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা এক চাবার ছেলের কথা বলেছেন। ছেলেটির গায়ের রং কালো, সে পরিশ্রম করে গাঠে যেমন ফসল ফলায়, তেমনি খেলাধূলা, গ্রামের আখড়ায় লাঠি খেলা, জানির গান, ইত্যাদিতেও দক্ষতার পরিচয় দেয়। এসবের কোনো একটা কাজেই সে নমনীয় নয়। এই দিক বিবেচনা করে রূপাইয়ের গায়ের বুড়োরা তাকে সাধারণ ছেলেদের চেয়ে অনেক গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলে বলে মনে করেন। তাই তাঁরা বলেন, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত □  □  □  □ 

কর্ম-অনুশীলন ক 'রূপাই' কবিতা অবলম্বনে একজন গ্রামীণ কৃষকের
চরিত্রে অভিনয় করে দেখাও (একক কাজ)। ► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা । 19

संस्कृतम्

কান্ডের ধূমন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের প্রামীণ কৃষকের জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে
জ্ঞান দান করা।

କାଜେର ନିର୍ଦେଶନା :

১. 'রুপাই' কবিতা অবলম্বনে একজন গ্রামীণ কৃষকের চরিত্রে অভিনয় করে দেখানোর জন্য প্রথমেই কবিতাটিতে চরিত্রটি কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।
 ২. তার গায়ের রং, চুল, বাহু এসব বিষয়ের যে বর্ণনা কবিতায় আছে তা ভালোভাবে পড়ে মনে রাখ।
 ৩. তারপর একজন কৃষক কী ধরনের পোশাক পরে মাঠে কাজ করে তা সরাসরি দেখে বা যে দেখেছে তার সহায়তায় এই ধরনের সাজ-পোশাক সংগ্রহ করে পরে নাও।
 ৪. তারপর একজন কৃষক কীভাবে কথা বলে, তার হাতে অথবা কাঁধে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি, উপাদান থাকে কি না তা লক্ষ কর এবং তামি নিজের চেষ্টায় অভিনয়টি করে দেখাও।

କାଜେର ବର୍ଣନା :

নির্দেশনা মতো অভিনয় কর

কর্ম-অনুশীলন তোমাদের সংগৃহীত প্রামীণ ছড়া বা লোকছড়া
শেণিতে প্রদর্শনের আয়োজন কর (দলগত কাজ)। ► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 1.19

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ

কাজের উদ্দেশ্য : বাংলা লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গ্রামীণ লোকছড়া সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের উদ্বৃন্দ করা।

কাজের নির্দেশনা :

১. তোমাদের এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছে থেকে গ্রামীণ লোকছড়াগুলো সংগ্রহ করবে।
 ২. পরে তোমাদের বাংলা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে সংগঠিত লোকছড়াগুলো প্রদর্শনের আয়োজন করবে।

କାର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବର୍ଣନା

তোমাদের শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি নিজেরা করার চেষ্টা কর।



সুপার সাজেশন্স



**মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স**

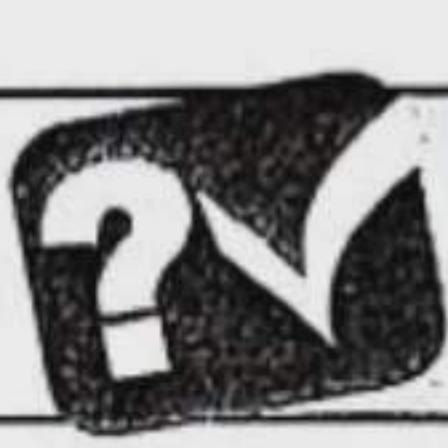
ধ্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ ক্ষিতিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, স্জনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
○ বহুনির্বাচনি প্রশ্নেভর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নেভর ভালোভাবে শিখে নাও।	
○ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫	৩, ৭, ৯
○ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৫, ৮, ১১	১৩, ১৫, ১৭, ২২
○ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২	৮

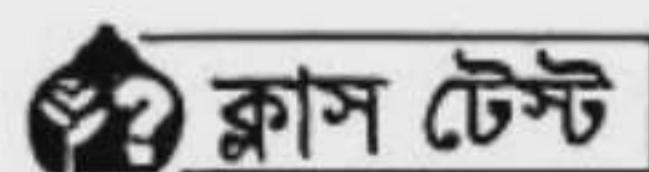
এক্সকুসিভ টিপস » সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ুত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক



বাংলা প্রথম পত্র

ଅଷ୍ଟମ ଶୈଳି

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$1 \times 1\alpha = 1\alpha$$

[সর্ববন্ধুত্ব বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভয়পত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃট উভয়ের বৃত্তি বল পর্যন্ত কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভয় দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

- উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর থিশের উভয় দাও :
কচি ধানের দিকে তাকিয়ে করিম মিয়ার মন
ভরে যায়। তার মন আনন্দে ভাসে
ভবিষ্যতের সোনালি ফসলের কথা ভেবে।

১৩. উদ্দীপকের সাথে 'রূপাই' কবিতার যে
চর্চের মিল আছে—
 i. কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মাঝা
 ii. কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চালি
 iii. মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা
তার হাসি

নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

১৪. রূপাইয়ের কীসের সৌন্দর্য উদ্দীপকের
বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়?
 ① হাত দুখানির সৌন্দর্য ② শরীরের সৌন্দর্য
 ③ মুখের সৌন্দর্য ④ চুলের সৌন্দর্য

১৫. 'পদ-রঞ্জ' শব্দের অর্থ কী?
 ① চরণধূলি ② পদচিহ্ন
 ③ অবগাহন ④ শ্঵েতপদ্ম

সুজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

20 x 2 = 20

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভয় দাও :

- ১। হরিপদ কাপালি স্বশিক্ষিত কৃষক। তিনি নতুন জাতের একটি ধান উভাবন করেন। এই জাতের ধানে অধিক ফসল উৎপাদন হয়। প্রথমে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এই ধান উৎপাদনে এগিয়ে আসে। এ ধানের সুনাম শুনে পার্শ্ববর্তী জেলার কৃষকেরাও উৎপাদনে এগিয়ে আসে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় হরি ধান। হরিপদ কাপালি কৃষকের গর্ব।

ক. 'শাল-সুন্দি-বেত' কী? ১

খ. 'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের হরিপদ কাপালির সঙ্গে 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টিই 'রূপাই' কবিতার একমাত্র বর্ণিত বিষয় নয়— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর। ৪

২। সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশমাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়েও সাধক হিল বড়?
পুণ্য অত হবে নাক সব করিলেও জড়।

ক. 'রূপাই' কবিতায় উল্লিখিত 'পাগাল' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'শাল-সুন্দি-বেত' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রূপাই' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও 'রূপাই' কবিতায় 'রূপাই'-এর আরও গুপ্তের কথা উল্লেখ আছে।" — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। শ্যামলীর একমাত্র ছেলে বাঁধন। পায়ের রং কালো হলেও বাঁধন পড়ালেখায়, খেলাধুলায় পারদর্শী। এ বছর জাতীরভাবে স্কাউট হিসেবে

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଓସ୍‌କ୍ରାଫ୍ ଅର୍ଜନ କରଲେ ଚାରିଦିକେ ତାର ସୁନାମ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ।
ଶ୍ୟାମଲୀ ଗର୍ବ କରେ ବଲେ— ଆମାର ଏ କାଳୋ ହେଲେ ଏକଦିନ ଦେଶେର ବାଇରେ
ଗିଯେ ଦେଶେର ସନାମ ଅର୍ଜନ କରବେ ।

- ক. কালো দত্তের কী দিয়ে কবি কেতাব কোরান লেখেন? ১

খ. 'আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের শ্যামলীর মনোভাবের সাথে 'রূপাই' কবিতায় কবির মনোভাবের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবনা 'রূপাই' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ডরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান
নাই কি শরীরে তব রন্ধ মাংস প্রাণ?

ক. কাঁচা ধানের পাতার মতো কীসের মাসা? ১

খ. "এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি।"- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি 'রূপাই' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩

ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক এবং কবিতার মূলভাব এক নয়।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

উপরয়ের বিষয়ে বহুনির্ধাচনি অভিযন্তা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ধ	৫	ব	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ক	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

উচ্চরস্তুতি ➤ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ► 337 পঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ২ ► 338 পঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ► 340 পঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ► 342 পঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর